❑ **তৃতীয়তঃ, স্বাভাবিক রতিপ্রবণ শ্রেণী** (Genital type)—এই ধরনের ব্যক্তিসত্তার অধিকারীদের যৌন জীবন স্বাভাবিক হয় এবং তারা স্বাভাবিক মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়।

ব্যক্তিসত্তাকে শ্রেণী বিভাগ করার রীতি এবং ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন টাইপ ভাগ করার রীতি বহুদিন থেকে চলে আসছে। প্রাচীন চিন্তাবিদ্ **হিপোক্রেটস্** (Hippocrates) থেকে শুরু করে আধুনিক মনোবিদ পর্যন্ত অনেকেই বিভিন্ন ভাবে ব্যক্তিসত্তার টাইপ নির্ণয় করেছেন। তার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। এই শ্রেণীবিভাগ তাঁরা বিভিন্ন দিক থেকে করেছেন। সেই সব শ্রেণীবিভাগের নমুনা হিসেবে আমরা কয়েকটির উল্লেখ করলাম মাত্র। 1953 সালে মনোবিদ্ **আইজাঙ্ক**[1] (Eysenck) বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের রীতি অনুশীলন করার পর ব্যক্তিসত্তার শ্রেণীবিভাগের এক নূতন রীতির প্রবর্তন করেন। তিনি ব্যক্তিসত্তাকে বিভিন্ন টাইপে ভাগ করেই বললেন, ব্যক্তিসত্তার তিনটি মৌলিক উপাদান আছে। এই উপাদানগুলিকে তিনি **ব্যক্তিসত্তার মাত্রা** (dimensions of personality) বলেন। তাঁর মতে ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ এই ত্রিমাত্রিক পরিসীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই তিনটি মাত্রা হল—(1) **অন্তর্মুখিতা-বহির্মুখিতা** (Introversion-extroversion) ; (2) **মনোবিকার প্রবণতা** (Neuroticism) এবং (3) **উন্মত্ততার প্রবণতা** (Psychoticism)। এই তিনটি উপাদান, প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই থাকে ; এই ত্রিমাত্রিক তলে ব্যক্তির অবস্থান তার ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যকে নির্ণয় করে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য এই মতানুযায়ী শ্রেণীগত নয় ; মাত্রাগত। নিম্নবর্ণিত ছবিতে এই মাত্রা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হ'ল।

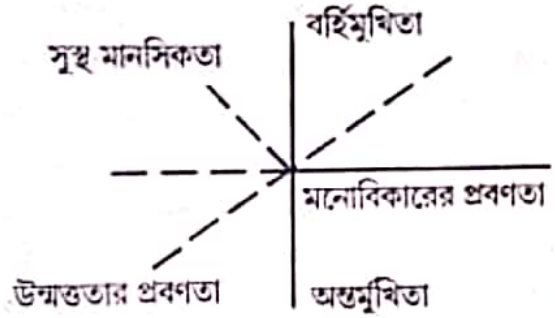

ব্যক্তিসত্তাকে বিভিন্ন টাইপে শ্রেণীবিভাগ করা বিজ্ঞানসম্মত কিনা, এ বিষয়ে আধুনিক মনোবিদরা যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ, ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তির আন্তরিক জৈব মানসিক প্রবণতার সমন্বয়ে গঠিত, তাই তাকে বাহ্যিক কোন বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না। তা ছাড়া, ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তির নিজস্বতার পরিচায়ক, তাই তাকে কোন বিশেষ টাইপের শ্রেণীভুক্ত করা অবৈজ্ঞানিক এবং ব্যক্তিসত্তার ধারণারই বিপরীত। তাই সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করে আইজাঙ্ক-এর (Eysenck) ত্রি-মাত্রিক ব্যক্তিত্বের বিবরণকে আধুনিক মনোবিদ্‌রা বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করেন।

ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ
Measurement of Personality

মনোবিদ্‌রা বহুদিন থেকে এই ব্যক্তিসত্তাকে সার্থকভাবে পরিমাপ করার চেষ্টা করে আসছেন। প্রাচীনকালে ব্যক্তিসত্তাকে অনুশীলনের রীতি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণের (observation) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ব্যক্তিসত্তার মত আন্তরিক এবং জটিল সংগঠনকে শুধুমাত্র বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা সঠিকভাবে অনুশীলন করা যায় না। ব্যক্তিসত্তাকে সঠিকভাবে অনুশীলন করতে হলে এই পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির যেমন পরিবর্তন করার দরকার, তেমনি এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যও বৈজ্ঞানিক রীতি থাকার দরকার। এই উদ্দেশ্যে আধুনিক মনোবিদরা ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন। মনোবিদ আলপোর্ট প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ করে মোট 14 রকমের পদ্ধতির কথা বলেছেন। এই 14টি শ্রেণী হল—(1) **সামাজিক পরিস্থিতির অনুশীলন** [Studies of cultural setting] ; (2) **দৈহিক বিবরণ** [Physical record];

1. Eysenck : Dimensions of Personality.

Scanned with CamScanner

(3) সামাজিক বিবরণ [Social record] ; (4) ব্যক্তিগত বিবরণ [Personal record] ; (5) প্রকাশমান আচরণ অনুশীলন [Expressive movement] ; (6) রেটিং [Rating] ; (7) আদর্শায়িত অভীক্ষা [Standardized test] ; (8) রাশিবিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ [Statistical analysis] ; (9) নকল জীবন পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ [Miniature life situation] ; (10) পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ [Laboratory experiment] ; (11) সম্ভাবনামূলক সিদ্ধান্ত [Prediction] ; (12) গভীরতা বিশ্লেষণ [Depth analysis] ; (13) আদর্শ টাইপের অনুশীলন [Ideal type] ; (14) সংশ্লেষক পদ্ধতি [Synthetic method] এই বিভিন্ন শ্রেণীতে আলপোর্ট প্রায় বাহান্ন রকম অনুশীলনের পদ্ধতির কথা বলেছেন। এই সব পদ্ধতির পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তাই আমরা সাধারণ শ্রেণীভুক্ত পদ্ধতিগুলির সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করবো। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখার দরকার, কোন একটি বিশেষ ব্যক্তিসত্তাকে জানতে হলে, একসঙ্গে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রয়োজন।

সামাজিক পরিস্থিতির অনুশীলনের (Studies of cultural setting) মাধ্যমে আমরা ব্যক্তিসত্তার প্রত্যক্ষ পরিমাপ করতে পারি না। শুধু, যে পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হচ্ছে, তাই অনুশীলন করি মাত্র। আর এই অনুশীলন থেকে আমরা ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে পরোক্ষ ধারণা করতে পারি। মনোবিদরা মনে করেন, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ অনেকাংশে সমাজ পরিবেশের উপর নির্ভর করে। সমাজ পরিবেশের অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করে থাকি। যেমন—(1) সামাজিক মূল্যমান (social norm) অনুশীলনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার পর্যবেক্ষণের পদ্ধতির পরিবর্তন করেন **শেরিফ্** (Sherif)। তাঁর মতে ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সঙ্গে সামাজিক মানের একটা সম্পর্ক আছে। সুতরাং কোন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে তার সমাজের মূল্যমান (norm) অনুশীলন করলে জানা যেতে পারে। (2) সামাজিক পরিস্থিতির অন্য একদিকের অনুশীলনের কথা বলেছেন দার্শনিক **মিল** (Mill)। তিনি বলেন, সমাজের ভাষা, প্রবাদ ইত্যাদি ব্যক্তিসত্তার উপর প্রভাব বিস্তার করে, সুতরাং, তাদের অনুশীলন করলে, ঐ সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে জানা যাবে। এই ধরনের পরিমাপে পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হল এদের দ্বারা ব্যক্তিসত্তার পরোক্ষ পরিমাপ পাওয়া যায় মাত্র। তা ছাড়া, এই পদ্ধতিতে একক ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করার কোন ইঙ্গিত নেই। ব্যক্তিসত্তার উপর সামাজিক প্রভাবেরই পরিমাপ করা হয় মাত্র। তার নিজস্ব একক বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করা যায় না।

অনেকে দৈহিক গঠন ও বিকাশ পর্যবেক্ষণ করে ব্যক্তিসত্তাকে অনুশীলন করতে চেয়েছেন। বিভিন্নভাবে এই দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুশীলনের ভিত্তিতে ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত করার রীতি প্রচলিত আছে। যেমন—**ব্যক্তির বংশগতির বিশ্লেষণ** (analysis of heredity), মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালন, গ্রন্থির ক্রিয়া ইত্যাদি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন, দৈহিক কাঠামোর অনুশীলন ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। দৈহিক বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তা বিকাশের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে, এই ধারণার উপর ভিত্তি করে এই পদ্ধতি গড়ে উঠেছে।

ব্যক্তিগত সামাজিক বিবরণ (social record) ব্যক্তিসত্তার অনুশীলনের বিশেষভাবে সাহায্য করে। বিভিন্ন সমাজ পরিস্থিতিতে ব্যক্তি কিভাবে আচরণ করে, তার বিবরণ বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে সংগ্রহ করা যায়। হাসপাতাল, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির কাছ থেকে ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যেতে পারে। এ ছাড়া, ব্যক্তির কর্ম পরিস্থিতির (work situation) বিভিন্ন আচরণকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিসত্তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংলক্ষণ সম্পর্কে জানা যায়। এ ছাড়া ব্যক্তির সমাজ পরিস্থিতিতে আচরণের বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন ধরনের সামাজিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপের কৌশল (socio-metric technique) আছে, যেগুলির দ্বারা ব্যক্তি আচরণের প্রকৃতি সম্পর্কে জানা যায়। সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয়ের কৌশল (socio-grow) দ্বারাও আমরা ব্যক্তি মনোপ্রকৃতি সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে পারি। মনোবিদ্ **মাকহাও** (Muchow), **লিউইন** (Lewin) এই ধরনের পরিমাপক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তির আন্তরিক জৈব মানসিক প্রবণতার ঐক্যের মাধ্যমে গঠিত হয়। সুতরাং, ব্যক্তিসত্তা জানতে হলে, দৈহিক এবং সামাজিক বিবরণ ছাড়া ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও জানার প্রয়োজন। ব্যা

Scanned with CamScanner

ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণের পরিবেশনের রীতি আজকাল বিশেষভাবে প্রচলিত। বিশেষভাবে নির্দেশনার (guidance) ক্ষেত্রে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই রেটিং পদ্ধতিকে আরও বিজ্ঞানসম্মত করার জন্য বর্তমানে মনোবিদ্‌গণ বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। এবং এর সাংখ্যমান দেওয়ার পদ্ধতিকে গাণিতিকভাবে নির্ভুল করার জন্যও প্রচেষ্টা চলছে।

রেটিং স্কেল ছাড়া বর্তমান কালে ব্যক্তিসত্ত পরিমাপের জন্য আদর্শায়িত অভীক্ষার (standardized test) ব্যবহার হচ্ছে। এই অভীক্ষা বিভিন্ন ধরনের আছে। এইসব অভীক্ষাগুলির সুবিধা হল এদের দ্বারা আমরা একটি সাধারণ নিয়মের ভিত্তিতে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করতে পারি। এই সব অভীক্ষাগুলি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কতকগুলি থাকে **প্রশ্নগুচ্ছের** (questionnaire) আকারে। এই সব প্রশ্নগুচ্ছ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নয়। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা এদের আদর্শায়িত করা হয়েছে। তাই এদের শুধুমাত্র **প্রশ্নগুচ্ছ** (questionnaire) না বলে **আদর্শায়িত প্রশ্নগুচ্ছ** (standardized questionnaire) বা ইনভেন্টরী (inventory) বলা হয়ে থাকে। এইসব প্রশ্নগুচ্ছে ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকে। এই প্রশ্নগুলি বিশেষভাবে ব্যক্তিগত প্রকৃতির (personal nature)। ব্যক্তিকে এই ধরনের একটি ছাপা প্রশ্নগুচ্ছ দিয়ে তার উত্তর করতে বলা হয়। সাধারণতঃ সাক্ষাৎকারে, ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন করা হয়, সেই প্রকৃতির প্রশ্ন এখানে থাকে। কিন্তু এই ধরনের প্রশ্নগুচ্ছ দেওয়ার সুবিধা হল, ব্যক্তি সাক্ষাৎকারে (interview) অনেক সময় সঙ্কোচের দরুন প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে গোপন করার চেষ্টা করে, কিন্তু এখানে যদি তাকে বলা হয়, তার উত্তর সব সময় গোপন রাখা হবে, তা হলে অনেকটা সঙ্কোচ কমে যায়। ফলে, এই ধরনের অভীক্ষায় তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সে অনেক তথ্য নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করতে পারে। এই রকম প্রশ্নগুচ্ছ দু'ধরনের হয়। কোন কোন আদর্শায়িত প্রশ্নগুচ্ছের মাধ্যমে ব্যক্তির কোন বিশেষ সংলক্ষণ (trait) সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়। যেমন, **মনোবিকার নির্ণায়ক প্রশ্নগুচ্ছ** (neurotic questionnaire)। এই প্রশ্নগুচ্ছ মনোবিকার (neuroticism) সংক্রান্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তিগত প্রশ্নাকারে ছাপা থাকে। ব্যক্তিকে বলা হয় ঐ সব বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যেগুলি তার পক্ষে প্রযোজ্য, সেগুলি 'হ্যাঁ' এবং যেগুলি প্রযোজ্য নয়, সেগুলিকে 'না' বলে উত্তর দেয়। এইসব উত্তর থেকে ব্যক্তির ঝোঁক কোন দিকে, তা বোঝা যায়। এমনি, বিভিন্ন রকমের প্রশ্নগুচ্ছের মাধ্যমে ব্যক্তির এক একটি সংলক্ষণ (trait) পরিমাপ করা যায়। যেমন **বহির্মুখিতা-অন্তর্মুখিতার প্রশ্নগুচ্ছ** (extroversion-introversion questionnaire), **বশ্যতা-প্রাধান্যের প্রশ্নগুচ্ছ** (ascendance submission questionnaire) ইত্যাদি। এ ছাড়া, কিছু প্রশ্নগুচ্ছ আছে, যার দ্বারা একসঙ্গে ব্যক্তিসত্তার অনেকগুলি সংলক্ষণকে পরিমাপ করা যায়। এইগুলিকে অনেক সময় ইনভেন্টরী (inventory) বলা হয়। যেমন, মিনেসোটা ব্যক্তিসত্তার ইনভেন্টরী (minnesota multiphasic personality inventory, M. M. P. I.) বার্নরিয়টার-এর অভীক্ষা (Burnreuter test) ইত্যাদি। এই ধরনের প্রশ্নগুচ্ছের আজকাল আরও উন্নতি করা হচ্ছে। অনেক সময় উত্তর শুধুমাত্র 'হ্যাঁ' 'না'র মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে কতকগুলি সম্ভাব্য উত্তর দিয়ে তার মধ্যে নির্বাচন করতে বলা হয়। এইরূপে ব্যক্তির উত্তরকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

এই ধরনের প্রশ্নগুচ্ছ সংবলিত অভীক্ষার প্রধান অসুবিধা হ'ল পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করলে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে গোপন করতে পারে। ফলে, তার ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই কারণে ব্যক্তিসত্তার সঠিক পরিমাপের জন্য আজকাল বিশেষ এক ধরনের অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়, যাদের বলা **প্রতিফলন অভীক্ষা বা অভিক্ষেপক অভীক্ষা** (Projective test)। এইসব অভীক্ষায় ব্যক্তির কাছে কতকগুলি সমস্যা পরোক্ষভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং সেগুলির প্রতি প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয়। ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে তার ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এই ধরনের অভীক্ষার মূল ভিত্তি হল— ব্যক্তি তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নিজের মানসিক বৈশিষ্ট্যকে অভিক্ষেপ (project) করে। সুতরাং, তার প্রতিক্রিয়াকে

Scanned with CamScanner

বিশ্লেষণ করলে, তার ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণ সম্পর্কে জানা যায়, এবং একই সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সংগঠন সম্পর্কেও জানা যায়। এই ধরনের বিভিন্ন অভীক্ষা বর্তমান কালে বহুপ্রচারিত আছে। যেমন—

(1) **শব্দ অনুষঙ্গের অভীক্ষা (Word Association Test)**—এই অভীক্ষায় অভিক্ষেপণের নীতি খুব সহজভাবে প্রয়োগ করা হয়। এই অভীক্ষায় কতকগুলি শব্দের একটি তালিকা থাকে ; পরীক্ষার্থীকে এক একটি শব্দ বলা হয়, এবং শোনার সঙ্গে তার মনে যে কথা আসে, তা বলতে বলা হয়। প্রতিক্রিয়ার সময় (reaction time) এবং প্রতিক্রিয়া বা উত্তরের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিসত্তার সংগঠন সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই অভীক্ষা থেকে জানা যায়।

(2) **রসার্ক-ইঙ্ক-ব্লট্ অভীক্ষা (Rorschach Ink blot test)**— এই অভীক্ষায় দশটি অর্থহীন নক্সা কার্ডে ছাপা থাকে। এইসব নক্সাগুলি শুধুমাত্র কালি ছেপে তৈরি করা। সুতরাং, এগুলি বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আঁকা নয়।

এই অভীক্ষার কার্ডগুলি এক একটি করে ব্যক্তিকে দেওয়া হয় এবং তাকে বলা হয় ছবির মধ্যে যা দেখছে, তা প্রকাশ করতে। এমনিভাবে দশটি কার্ডের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে বলা হয়। এই সকল প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের মনের সংগঠনের প্রতিফলন হয়। ব্যক্তির এই প্রতিক্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করে তার মানসিক সংগঠন সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়।

(3) **থিম্যাটিক অ্যাপারসেপসান অভীক্ষা (Thematic Apperception Test)**—এই অভীক্ষায় ছবিগুলি অর্থহীন থাকে না। বিশেষ অর্থপূর্ণ ছবি বা ফটো থাকে। বিভিন্ন ছবিগুলি ভিন্ন ভিন্ন কার্ডে ছাপা থাকে। মনোবিদ্ মারে (Murry) প্রবর্তিত এই অভীক্ষায় মোট 32টি কার্ড আছে। এর মধ্যে একটি কার্ড সাদা। এই কার্ডের সবগুলি প্রয়োগ করার প্রয়োজন সব সময় হয় না, আংশিকভাবেও প্রয়োগ করা যায়। এই এক একটি কার্ড ব্যক্তিকে দিয়ে, ছবিকে কেন্দ্র করে, পূর্বাপর সম্বন্ধ রেখে একটি গল্প রচনা করতে বলা হয়। এখানেও পরীক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ দেওয়া হয়। দেখা গেছে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাহিনীর বিশেষ একটি চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিজের ভাবকে প্রকাশ করে। সুতরাং, তার এই কাহিনীগুলিকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে নানারকম ধারণা পাওয়া যেতে পারে। যদিও এইসব ধরনের প্রতিফলিত অভীক্ষা ব্যক্তিসত্তার পরিমাপে আধুনিককালে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়, তা হলে এরা সম্পূর্ণরূপে ত্রুটিহীন হয়। এই সব অভীক্ষার দ্বারা বিশেষভাবে কৃত্রিম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ সম্পর্কে জানা যায়, কিন্তু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া অনুশীলন করতে না পারলে ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান পাওয়া যায় না।

আজকাল ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য রাশিবিজ্ঞানের কৌশল (statistical analysis) ব্যবহার করা হয়। বিশেষভাবে উপাদান বিশ্লেষণ (factor analysis) পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন উপাদান নির্ণয় করার চেষ্টা আধুনিক মনোবিদ্‌রা করেছেন। এই ধরনের পদ্ধতিকে আমরা পরিপূর্ণ পদ্ধতি বলতে পারি না। কারণ, উপাদান বিশ্লেষণের জন্য ব্যক্তিকে কোন না কোন আদর্শায়িত অভীক্ষা দিতে হয়। এই অভীক্ষার স্কোরকে রাশি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়। তাই এই ধরনের ব্যক্তিসত্তার অনুশীলন পদ্ধতিকে সহায়ক পদ্ধতি (auxiliary method) বলা যেতে পারে। তা ছাড়া, এই পদ্ধতির দ্বারা কতকগুলি সাধারণ সংলক্ষণের

Scanned with CamScanner

(common trait) অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় মাত্র, ব্যক্তির নিজস্বতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় না। অনেক মনোবিদ্ আবার এই উপাদান বিশ্লেষণের (factor analysis) উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা তৈরি করেছেন। যেমন—গিলফোর্ড-জিমারম্যানের অভীক্ষা ও ক্যাটেলের অভীক্ষা ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবে, এই সব অভীক্ষাও ত্রুটিপূর্ণ।

ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি ও অভীক্ষা কৃত্রিম পরিস্থিতিতে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করার চেষ্টা করে। তাই অনেক মনোবিদ্ ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের জন্য সংক্ষিপ্ত জীবন পরিবেশ (Miniature life situation) সৃষ্টি করে, তার মধ্যে অনুশীলন করার কথা বলেছেন। কারণ, তাঁরা মনে করেন, ব্যক্তিসত্তাকে প্রকৃতভাবে অনুশীলন করতে হলে তাকে তার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিচার করতে হবে। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণকে অনুশীলন করার জন্য, একটি বিশেষ সময়ে তার প্রাত্যহিক কাজ লক্ষ্য করা হয়; এই অনুশীলনের দ্বারা ব্যক্তির আচরণের সামঞ্জস্যতা (consistency) সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। অনেক সময় একটি ক্ষুদ্রাকারের কর্মপরিস্থিতি সৃষ্টি করে, ব্যক্তিসত্তার প্রতিক্রিয়ার অনুশীলন করে তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

অনেক মনোবিদ্ ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের জন্য পরীক্ষাগারে বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি (laboratory experiment) প্রয়োগ করে থাকেন। এইসব পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তিসত্তার সংবেদনগত ও অনুভূতিমূলক দিক বিশেষভাবে অনুশীলন করা যায়।

আবার, অনেক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের জন্য অনুমানমূলক সিদ্ধান্তের (prediction) ব্যবহার করা হয়। তবে এই পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অনুমান নির্ভর বলে এর থেকে বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং এই পদ্ধতি থেকে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, তার উপর নির্ভর করা যায় না।

এ ছাড়া, ব্যক্তিসত্তার টাইপ (type) অনুশীলন করে, অনেক সময় তাকে পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। এ সম্পর্কে পূর্বেই আমরা বিশদভাবে আলোচনা করেছি। ব্যক্তিকে আদর্শ টাইপের (ideal type) দিক থেকে শ্রেণীবিভাগ করার মধ্যে যে বিভিন্ন ত্রুটি আছে, সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

ফ্রয়েদ (Freud) এবং তাঁর অনুগামী মনোবিদ্গণ ব্যক্তিসত্তা অনুশীলনের জন্য বিশেষ ধরনের এক পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন, যাকে বলা হয় গভীরতা অনুশীলন (depth analysis)। এই মত অনুযায়ী, ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণের মূলে আছে অবচেতন মন (unconscious mind)। এই অবচেতন মনকে অনুশীলন করার জন্য তাঁরা বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন। যেমন—বিশেষ ধরনের সাক্ষাৎকার (psychiatric interview), মুক্ত অনুষঙ্গ (free association), স্বপ্ন বিশ্লেষণ (dream analysis), সম্মোহন (hypnotism) ইত্যাদি। পরবর্তী কালে মনোবিদ্ মারে (Murry), এইসব পদ্ধতির গুরুত্ব সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

অনেক মনোবিদ্ মনে করেন, ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্লেষণ করে পৃথক পৃথক অংশে ভাগ করে অনুশীলন করলে তার সংগঠন (organisation) সম্বন্ধে ঠিকমত ধারণা জন্মে না। তাই তার পরিবর্তে তাঁরা ব্যক্তিসত্তা অনুশীলনের সামগ্রিক পদ্ধতিগুলির (synthetic method) কথা বলেছেন। এই ধরনের পদ্ধতির মধ্যে একটি হল তাদাত্ম্য (identification)। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির সমস্তরকম ক্রিয়াকলাপ অপর একজন ব্যক্তি অনুশীলন করে তাদের

Scanned with CamScanner

মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। পরে পরীক্ষামূলকভাবে আবার ঐ ব্যক্তিকে ঐ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে খুঁজে বের করা হয়। এইসব পদ্ধতির মধ্যে কেস্ হিস্ট্রি (case history) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই পদ্ধতির দ্বারা ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক রূপে পরিমাপ করা যায়। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির জন্ম থেকে শুরু করে জীবন বিকাশের বর্তমান স্তর পর্যন্ত সব কিছু অনুশীলন করা হয়। এবং পরে প্রাপ্ত বিক্ষিপ্ত তথ্যগুলির সংশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল কেস্ হিস্ট্রি পদ্ধতি। মনোবিদ্ আলপোর্ট (Allport) এই পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন—"It provides a framework, within which psychologist can place all his observations gathered by other methods; it is his final affirmation of the individuality and uniqueness of personality. It is a completely synthetic method the only one that is spacious enough to embrace all assembled facts."[1]

আমরা ব্যক্তিসত্তা অনুশীলনের যে বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ করলাম, তার মধ্যে কোন একটির দ্বারা ব্যক্তিসত্তার সঠিক ও সম্পূর্ণ পরিমাপ করা যায় না। তা ছাড়া, প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা তার নিজস্বতার পরিচায়ক। সুতরাং, কোন বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা সব মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করা যাবে, এই ধারণাই ভুল। তাই কোন বিশেষ পদ্ধতিকে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। মনোবিদ্ আলপোর্ট (Allport) মন্তব্য করেছেন, '...There are many ways to study man psychologically. Yet to study him most fully is to take him as an individual. He is more than a bundle of habits; more than a nexus of abstract dimensions; more too than a representative of his species. he is more than a citizen of state, more than a mere incident in the gigantic movements of mankind. He transcends them all."[2] সুতরাং ব্যক্তিসত্তা অনুশীলন করতে হলে বিভিন্ন দিক থেকে তাকে বিচার করতে হবে ; বিভিন্ন পদ্ধতি বা কৌশল প্রয়োগ করতে হবে। তারপরেও মনে রাখতে হবে, যেটুকু আমরা ব্যক্তি সম্পর্কে জেনেছি, তাই সম্পূর্ণ নয়, তাই শেষ নয়।

ব্যক্তিসত্তা ও শিক্ষা
Personality & Education

শিশুর জন্মাবস্থায় কোন ব্যক্তিসত্তা থাকে না। কিন্তু ধীরে ধীরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে অভিযোজন করতে গিয়ে সে কতকগুলি স্বতন্ত্র আচরণ করার ক্ষমতা অর্জন করে। এর ফলে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ শুরু হয়। এই ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তির বংশগতি (heredity) এবং পরিবেশের (environment) পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে গড়ে ওঠে। সুতরাং, ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ণয়ে, পরিবেশের মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা পরিবেশ বা বিদ্যালয়, শিশুর জীবন-পরিবেশের একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে। তাই তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ অনেকাংশে তার বিদ্যালয় পরিবেশ বা শিক্ষা পরিবেশের উপর নির্ভর করে। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ স্যার পার্শি নান্ (Nunn) শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ। তিনি 'ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য' (individuality) বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা ব্যক্তিসত্তারই নামান্তর মাত্র। তা হলে এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে শিক্ষার উদ্দেশ্যই হল ব্যক্তিসত্তার বিকাশ।

সুতরাং ব্যক্তিসত্তা বিকাশে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব অস্বীকার করা যায় না ; আর এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সামগ্রিক সুযোগ করে দিতে হবে। অভিজ্ঞতার সঞ্চয়নের মাধ্যমে এবং নতুন পরিস্থিতিতে অভিযোজনের মাধ্যমে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হয়। সুতরাং, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য, তাদের নতুন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আত্মসক্রিয়তার সুযোগও করে দিতে হবে। আত্মসক্রিয়তার দ্বারা শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যে ভাবে অভিযোজন করবে, তার উপর তাদের বিকাশ নির্ভর করবে। যদি কোন শিক্ষার্থী কোন বিশেষ পরিস্থিতিকে নিজের ক্ষমতার দ্বারা আয়ত্তে

1. Allport : Personaliy : A Psychologicial Interpretation.
ality : A Psychological Interpretation'.

Scanned with CamScanner